সমকাল

তারিখ ..04. JAN..2016.. ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম... ... .

আজ থেকে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের দু'দিনের কর্মবিরতি

■ সমকাল প্রতিবেদক

পাঁচ দফা দাবিতে আজ সোমবার থেকে দু'দিনের সর্বাত্মক কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। অষ্টম পে-স্কেলে অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মতো গত বছরের ১ জুলাই থেকে পঞ্চম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকদের অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে তৃতীয় গ্রেডে বেতন দেওয়ার সরকারি আদেশ জারির দাবি জানিয়ে গত ২২ ডিসেম্বর এই কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করেন তারা।

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র সভাপতি নাসরীন বেগম সমকালকে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ক্যাডার অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় চরম বৈষম্যের শিকার। নতুন পে স্কেলে এসব বৈষম্য দূর হয়নি, বরং নতুন নতুন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' তিনি জানান, পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে সরকারকে তারা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো আমলে নেওয়া হয়নি। তাই আজ ৪ ও আগামীকাল ৫ জানুয়ারি সারাদেশে সব সরকারি কলেজের শিক্ষকরা পরীক্ষা বর্জনসহ পূর্ণ দিবস

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

আজ থেকে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

কর্মবিরতি পালন করবেন। এর পর আগামী ২২ জানুয়ারি ঢাকায় জরুরি সাধারণ সভা করে পরবর্তী কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।'

এ ব্যাপারে সংগঠনের মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার জানান, ঘোষিত পে স্কেলে শিক্ষকদের অবনমনের কারণে ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা আন্দোলন করার জন্য তাদের প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছেন। সরকার তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না দিলে ২২ জানুয়ারির সভায় শিক্ষকরা কঠোর কর্মসূচি দেবেন। তাই পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার আগেই দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

নতুন বেতন কাঠামোতে অধ্যাপকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রমের অবনমন করা হয়েছে অভিযোগ করে নাসরীন বেগম বলেন, সরকারের এ ব্যবস্থা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল। তিনি বলেন, 'অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পঞ্চম থেকে সরাসরি তৃতীয় গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারের পঞ্চম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকরা পদোন্নতি পেয়ে চতুর্থ গ্রেডে অধ্যাপক হতেন। চতুর্থ গ্রেডের অধ্যাপকদের অর্ধেক সিলেকশন গ্রেড পেয়ে তৃতীয় গ্রেড পেতেন। নতুন বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড বাতিলের ফলে অধ্যাপকদের চতুর্থ গ্রেড থেকেই অবসরে যেতে হবে। ফলে শিক্ষকরা মর্যাদা ছাড়াও বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন।' তিনি আরও বলেন, 'বেতন কাঠামো চূড়ান্তের আগে অর্থ সচিবের সঙ্গে শিক্ষকদের সভায় শিক্ষা ক্যাডারের বৈষম্য নিরসনে সচিব শিক্ষকদের আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু বেতন কাঠামোর গেজেটে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। এটা রীতিমতো প্রতারণা।' নায়েম মহাপরিচালক, এনসিটিবি চেয়ারম্যান, সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জেলা সদরের অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের অধ্যক্ষের পদকেও গ্রেড-১-এ উন্নীত করাসহ পাঁচ দফা দাবি জানান তিনি। বিকল্প ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখার দাবি জানান তিনি।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ৩০৫টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এগুলোতে প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।